দৈনিক খবর

তারিখ 0 4 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

৩২

পথকলি'দের জন্য দু'টি স্কুল উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল মঙ্গলবার ধোলাইখাল ও ফতুল্লায় দরিদ্র শ্রমজীবী শিশুদের জন্যে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন করেছেন।

বাসস জানায়, ধোলাই খাল স্কুলটির নাম পথকলি-১ঃ ধোলাইখাল শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ফতুল্লার স্কুলটির নাম পথকলি-২ঃ ফতুল্লা শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, মা-বাবার দারিদ্র্যতার কারণে দৈহিক শ্রম দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সেইসব শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা-সুবিধা দেয়ার

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৯

পথকলিদের জন্য দু'টি স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্যে এই স্কুল দু'টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ধোলাইখাল এলাকার বিভিন্ন কারখানায় কাজ করা এবং ফতুল্লায় যে সব শিশু পাথর ভাঙ্গে, ইট ভাঙ্গে তারা কাজে যাবার আগে এই স্কুলগুলোতে এক ঘন্টা লেখা-পড়া করবে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, এই কোমলমতি শিশুরা জাতির সম্পদ এবং সমাজ ও জাতির দায়িত্ব তাদের বিকাশে সাহায্য করা।

তিনি বলেন, সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্যে এই শিশুরা দিনভর কাজ করে এবং তারা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। বর্তমান সরকারই প্রথম সমাজের বোঝা নয় সম্পদ হিসেবে তাদের বেড়ে ওঠার উদ্যোগ নিয়েছেন।

তিনি বলেন, দেশের আইন অনুসারে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য। কিন্তু দরিদ্র শিশুদের কাজ করতে বাধ্য করে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এই শিশুরা ফুলের কুঁড়ির মতো এবং টোকাইর স্থলে তাদের পথকলি নাম দেয়ার জন্যে তিনি কার্টুনিষ্ট রনবীর প্রতি অনুরোধ জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় পথকলি-১ প্রায় ১২ লাখ এবং পথকলি-২ প্রায় ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, তাঁর অনুরোধে ধোলাইখাল এলাকার মালিকরা শিশুদের স্বাভাবিক মজুরির চেয়ে অতিরিক্ত ৫ টাকা করে বেশী দিতে রাজী হয়েছেন। এই অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যেক ছাত্রের নামে ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা হবে। পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর তারা যখন স্কুল থেকে বিদায় নেবে তখন এই জমাকৃত অর্থ তাদের দিয়ে দেয়া হবে, যাতে তারা এই অর্থ দিয়ে কিছু করতে পারে অথবা আরো লেখাপড়া চালানোর জন্যে কাজে লাগাতে পারে।

তিনি বলেন, সরকার এই স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের অধ্যয়ন অব্যাহত রাখার জন্যে সাহায্য করবেন।

কয়েক মাস আগে রাষ্ট্রপতি ধোলাইখাল ও ফতুল্লা এলাকা পরিদর্শনকালে দেখতে পান গরীব অভিভাবকদের সন্তানেরা সকাল-সন্ধ্যা কাজ করছে এবং তাদের লেখাপড়ার কোন সুযোগ নেই। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং এই শিশুরা উপার্জন করেও যাতে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে স্কুল নির্মাণের নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ ছাত্রদের নামে খোলা ব্যাংক হিসেব এবং তাদের কল্যাণ দেখাশুনার জন্যে রেজাউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত 'অধিকার' ট্রাস্টকে নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, পথকলি-১ ও পথকলি-২ এর সাফল্যের পর সরকার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এ ধরনের আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতিবছর ১ কোটি ৭০ লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ৭০ লাখ ছাত্র তাদের মা-বাবাকে সাহায্যের জন্যে স্কুল ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত-খামারে ও কলকারখানায় কাজ করে। তিনি তাদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদের সরকার দুঃস্থ মানুষের দুর্দশা মোচনে নিয়োজিত। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদ দুঃখীদের বন্ধু তাদের সমস্যা তিনি বোঝেন এবং তার সমাধানের চেষ্টা করেন।

এর আগে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ফলক উন্মোচন করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল দু'টি উদ্বোধন করেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষ ঘুরে দেখেন এবং ছাত্রদের সাথে আলাপকালে তাদের কল্যাণ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।

ফেরার পথে তিনি পাগলাবাজারে নামেন এবং পাথর ভাঙ্গায় নিয়োজিত শিশুদের সাথে কথা বলেন। এরপর তিনি উত্তর যাত্রাবাড়ীতে পৌর পার্ক পরিদর্শন করেন। বড় খাদ ভর্তি করে এই পার্কটি নির্মাণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি পার্কের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এই পরিদর্শনের সময় ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক কর্নেল (অবঃ) এম এ মালেক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন।